দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা এখন দুর্নীতি আর অব্যবস্থায় নিমজ্জিত। ভুয়া মাদ্রাসা, ভুয়া ছাত্র, ভুয়া শিক্ষক, নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারীদের জালিয়াতিই এখন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে সরকারি আইন ও নিয়ম-কানুন অমান্য করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে অরাজক অবস্থা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভুয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অথবা কোনরকম পরিদর্শন ছাড়াই বিপুল সংখ্যক ভুয়া এবং সাইনবোর্ড সর্বস্ব মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা সত্য গোপন করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কোন যাচাই বা পরিদর্শনের ব্যবস্থাই থাকে না। মাদ্রাসার আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক অনিয়ম বিশৃঙ্খলার বিষয় তদন্ত কিংবা পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করার কোন ব্যবস্থাও নেই। শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি কোনটাই নিয়ম মেনে চলছে না। ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারি অনুদান গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি জরিপ করে বেশ কিছু অস্তিত্বহীন মাদ্রাসা খুঁজে পায়। তদুপরি মাদ্রাসা বোর্ডে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। অস্তিত্বহীন ও নামসর্বস্ব মাদ্রাসার নামে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ লোপাটের পেছনে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে আরো কিছু দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার কথা রয়েছে। এখানে আরো একটি বিশেষ পয়েন্ট রয়েছে। অর্থ লোপাটের পেছনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত থাকার অর্থ হচ্ছে একটি শক্তিশালী চক্র পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত মাদ্রাসা শিক্ষার নামে অর্থ আত্মসাৎ করছে। নিয়মিত এবং সিস্টেমগত দুর্নীতির পাশাপাশি অর্থ লোপাটের ঘটনা প্রমাণ করছে যে, দেশের কিছু লোক মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে ধনী হওয়ার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে।

প্রচার করা হয় যে, মাদ্রাসা শিক্ষা মানেই সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা। মাদ্রাসা থেকে সৎ নাগরিক তৈরি করা হয়। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে কিন্তু এর সত্যতা মেলে না। বরং মাদ্রাসা শিক্ষা যেমন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে তেমনি যারা বেরিয়ে আসছে তারাও কি সৎ থাকতে পারছে?

এসব ধারণা যে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা প্রচারণার উপর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে রিপোর্টে দেয়া তথ্য থেকে সহজেই তা অনুমান করা যায়। আসলে মাদ্রাসা শিক্ষা এখন একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এমনিতেই সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়, অর্থনীতি, উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির পথে বাধাস্বরূপ মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দীর্ঘদিন থেকে সিন্দাবাদের বুড়োর মতো চেপে বসে আছে। এখন বলা যায় শুধু চেপে বসে থাকা নয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পচন ধরাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

দুর্নীতির যে বিকট চেহারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে তা বোঝা যায় এই দুর্নীতির মোকাবেলা করার সাধ্য কোন সরকারের নেই। অথচ বছর বছর মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটের অর্ধেক অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে যেন শুধু দুর্নীতিবাজদের পকেটে যাওয়ার জন্য।

আমরা জানি না কোন্ সে প্রভাবশালী মহল যারা মাদ্রাসা শিক্ষার অর্থ লোপাটের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বিরুদ্ধেও সরকার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে সেই ভরসা কম। এমতাবস্থায় যে সমাধান হতে পারে তা হচ্ছে ধীরে ধীরে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা। আলাদাভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থার নামে দুর্নীতি লালনের বিলাসিতা দেশ বহন করবে কেন? মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে পারেন।